(১) প্রশ্ন:- বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভূমিকা:- বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা বিশেষ মূল্যবান। মধুসূদনের পরেই তিনি নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক নিয়ে সমাজ চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টিতে দীনবন্ধু মিত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সমাজের চিত্র শুধু নয় মানবচরিত্রের বাস্তব প্রকাশেই তার প্রকৃত কৃতিত্ব বিদ্যমান। ইংরেজি নাটকের আদিতে প্রথম সমকালীন বিষয় নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত দীনবন্ধু মিত্র। এ নাটকে তিনি বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন সমাজ থেকে, কিন্তু তার বিষয়ই ছিল একটি সমকালীন আর্থসামাজিক সমস্যা।

নাট্য রচনায় দীনবন্ধু:- তৎকালীন ইংরেজ নীলকরেরা চাষিদের ওপর অত্যাচার করে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করেছিল। সমাজের কাছে এ অত্যাচারের চেহারা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০) প্রকাশ করেন। নীলদর্পণ নাটকের কাহিনির একদিকে আছে গোলকচন্দ্র বসু, নবীন মাধব, বিন্দু মাধব, সাবিত্রী এবং দুই পুত্রের পত্নী গ্রামীণ সমাজের চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত। অন্যদিকে আছে তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, রাইচরণ ইত্যাদি নিরক্ষর কৃষককুল। এতে অসহায় বাঙালি কৃষিজীবীদের পীড়ন আর বেদনাই দেখানো হয়েছে। মুসলমান প্রজা তোরাপ, সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণি, আদুরী ইত্যাদি চরিত্র এবং এদের সংলাপ সৃষ্টিতে দীনবন্ধু বিস্ময়কর রূপে সার্থক হয়েছেন। নিরক্ষর কৃষক ও প্রজাদের চরিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধু মিত্রের সাফল্য বিস্ময়কর। কিন্তু প্রতিরোধের কথা বলা হয়নি।

দীনবন্ধুর উল্লেখযোগ্য নাটক:- নীলদর্পণের পর দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬), 'সধবার একাদশী'(১৮৬৬), 'লীলাবতী'(১৮৬৭), 'জামাই বারিক'(১৮৭২), 'কমলে কামিনী'(১৮৭৩)' ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন।

নবীন তপস্বিনী দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক। নাটকটি রোমান্টিকধর্মী। দীনবন্ধু মিত্রের আরও দুটি কৃতিত্বপূর্ণ রচনা হলো সধবার একাদশী এবং বিয়ে পাগলা বুড়ো। এগুলো সমাজসংস্কারমূলক নাট্য হিসেবে এখনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। বিশেষ করে সধবার একাদশী বাংলা প্রহসনের মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে। সধবার একাদশীতে তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল দলের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। দীনবন্ধুর রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে স্নিগ্ধ সহানুভূতি, কৌতুকের আড়ালে এমন একটি প্রসন্ন সহানুভূতির স্পর্শ থাকে; যা তার জীবন দৃষ্টির নতুন দিকের ইঙ্গিত করে।

দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকটি রচনা হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। অবাস্তবতা ও সংলাপের অস্বাভাবিকতার কারণে নাটকটি জমে ওঠেনি। দীনবন্ধুর জামাই বারিক প্রহসনটি সামাজিক বিষয়াবলম্বনে রচিত।

দীনবন্ধুর শেষ রচনা কমলে কামিনী। রোমান্টিক প্রণয়চিত্র হিসেবে এটির গুরুত্ব। দীনবন্ধু মাটির কাছাকাছি মানুষ, তার উল্লাস, উদ্দাম জীবন ও প্রবল মানসিকতার চিত্র আঁকতে চেয়েছেন তিনি। তার চরিত্রের ভাষা মাটির কাছাকাছি কখনও তা প্রবল প্রবাহে উচ্ছ্বসিত, হাস্যের ছটায় চমকিত, আবার ব্যঙ্গের আঘাতে বিপর্যস্ত।

তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব একখানি প্রহসনধর্মী নাটকেই ধরা পড়েছে। সেখানি হলো 'সধবার একাদশী'। এতে সেযুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ নাটক মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত।

উপসংহার:- উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকাররূপে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তার শিল্পী মেজাজের কেন্দ্রে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। বিরাজিত থাকায় তিনি বস্তুবাদী ছিলেন। হাস্যরস সৃজনে অভিনবত্ব দেখালেও বেদনার অভিব্যক্তিতেও তিনি দক্ষ। মানবপ্রেম বা মানুষের প্রতি সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি, তন্ময়কল্পনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের জন্য তীব্র সহানুভূতি ও তার স্পর্ধিত প্রকাশ দীনবন্ধুর নাটকের বৈশিষ্ট্য। যথার্থ অর্থেই তিনি প্রথম সামাজিক নাটক এবং গণনাটকের স্রষ্টা।

LearnFO
provided by Jarin Barbhuiya

(২) প্রশ্ন:- বাংলা উপন্যাসে সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর:- ভূমিকা:- বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মননশীল মনের গভীরতম রহস্য, জটিল জীবনজিজ্ঞাসা, মানবজীবনের বিভিন্ন বিরোধ বৃত্তির সংঘাতকে রূপায়িত করেন। বাংলা উপন্যাসে তিনিই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রথম উদগাতা। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। অনেকে তাকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করে The Adventures of a Young Hindu এবং Rajmohons Wife (১৮৬৪) রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মাতৃভাষায় আত্মনিয়োগ করে বাংলা উপন্যাসের পথনির্দেশ করেন।

উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম:- বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম গদ্য রচনা দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এটি মূলত রোমান্সজাতীয় রচনা। মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগের কাহিনি মুঘল সেনাপতি মানসিংহ এবং বনাধিপতি কতলু খাঁর সংঘর্ষের পটভূমি রচনা করলেও মানসিংহপুত্র জগৎসিংহ, কতলু খাঁর কন্যা আয়েশা, আয়েশার ব্যর্থ প্রণয়ী ওসমান, গড় মান্দারণের বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা এবং বীরেন্দ্র সিংহের পত্নী বিমলার পূর্বজীবনের বৃত্তান্ত এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা এক অপূর্ব সৃষ্টি। কপালকুণ্ডলা, নবকুমার ও পদ্মাবতীর ত্রিভুজ প্রেমকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত। ষোলো শতকের প্রথমার্ধের আগ্রার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কাহিনির পশ্চাদপটরূপে ব্যবহার করা হলেও কপালকুণ্ডলায় রোমান্টিক আবেদন প্রাধান্য লাভ করেছে।

মৃণালিনী ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সঙ্গে প্রেম কাহিনির সামঞ্জস্য স্থাপনে রচিত। ইতিহাসের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনি উপস্থাপিত। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাধারাণী রচনা করেন। বিষবৃক্ষ রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল যথার্থই সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ধনীর ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী নামে এক বাল্যবিধবার প্রতি অনুরাগী হয়ে নিজের দুর্নিবার প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। ফলে পত্নী সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী হয়। পরে নগেন্দ্রনাথ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে